Global Storybooks

globalstorybooks.net

ছুটির দিনে দাদীমার সাথে

Violet Otieno
Catherine Groenewald
Asma Afreen

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

ছুটির দিনে দাদীমার সাথে

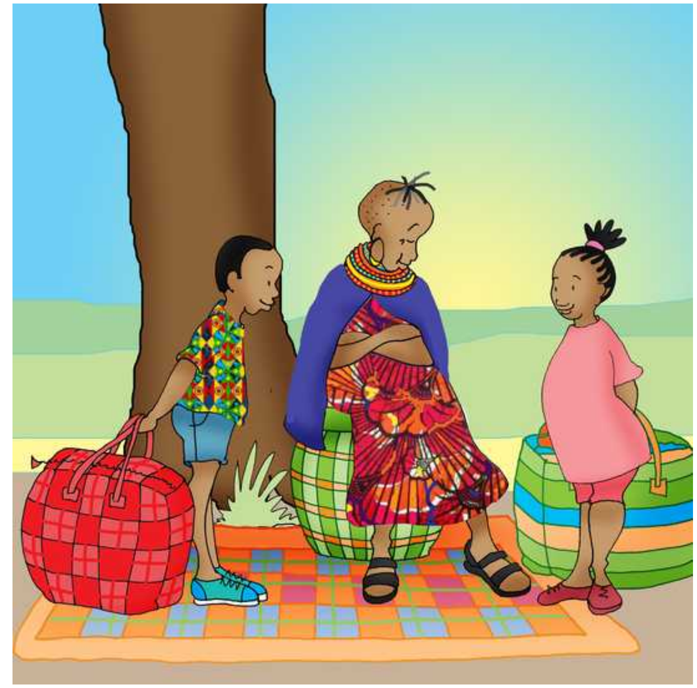

Violet Otieno
Catherine Groenewald
Asma Afreen
4
বাংলা bn

ওডোঙ্গ এবং এপিও তাদের বাবার সাথে শহরে বাস করত। তারা ছুটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। শুধুমাত্র স্কুল বন্ধ ছিল এজন্য নয়, বরং তাদের দাদীমার সাথে দেখা করার জন্য। তাদের দাদীমা বিরাট বিলের পাশে এক জেলেপাড়ায় বাস করতেন।

ওডোঙ্গ এবং এপিও অনেক আনন্দিত ছিল কারণ এটি ছিল তাদের দাদীমার সাথে আবার দেখা হবার সময়। আগের রাতে তারা তাদের সব ব্যাগ গুছিয়ে নেয় এবং গ্রামের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। খুশিতে তারা রাতে ঘুমোতেই পারেনি, এবং সারারাত ছুটি নিয়ে গল্প করেই কাটিয়ে দেয়।

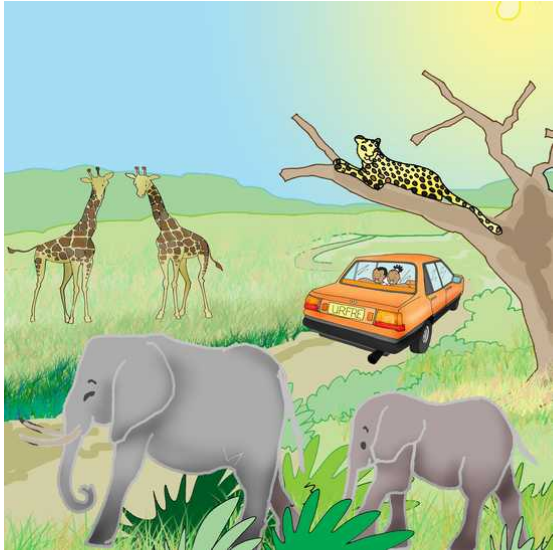

পরদিন ভোরে, তাদের বাবার গাড়িতে করে তারা গ্রামের পথে রওনা দেয়। তারা অনেক পাহাড়, বন্য জীবজন্তু এবং চা বাগান পাড়ি দিয়ে চলল। পথে তারা গাড়ি গণনা করল এবং অনেক গান গাইল।

যখন ওডোঙ্গ এবং এপিও স্কুলে ফিরে গেল, তখন তারা তাদের বন্ধুদের গ্রামের জীবন সম্পর্কে বলল। কিছু বাচ্চা মনে করল যে শহরের জীবন ভাল। অন্যরা ভাবল যে গ্রামের জীবন ভাল। কিন্তু, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সবাই একমত পোষণ করল যে ওডোঙ্গ এবং এপিওর একজন চমৎকার দাদীমা আছেন।

ওডোঙ্গ এবং এপিও দুজনই দাদীমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল এবং বিদায় জানাল।

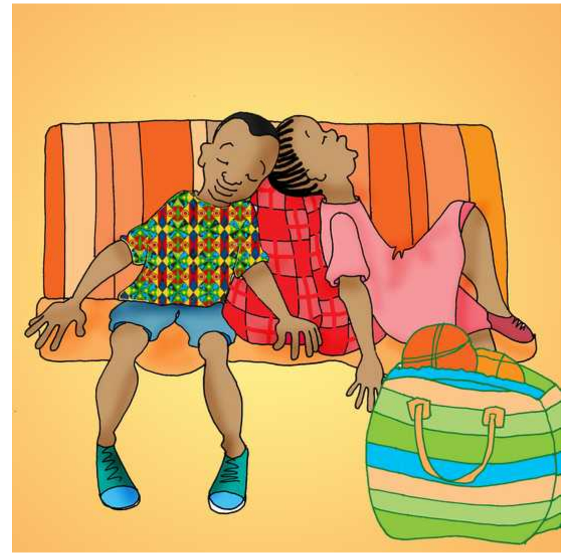

কিছুক্ষন পর তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

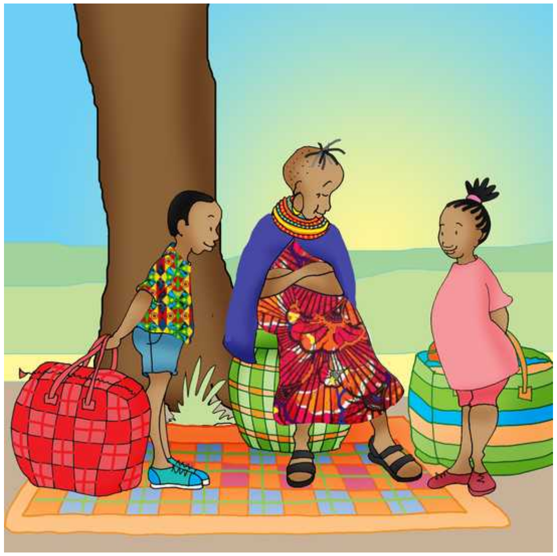

বাবা গ্রামে পৌঁছে ওডোঙ্গ এবং এপিওকে ঘুম থেকে তুললেন। তারা তাদের দাদীমা, ন্যার-কান্যাদা কে এক গাছের নিচে বিশ্রামাবস্থায় দেখতে পেল। লূও গোত্রে ন্যার-কান্যাদা অর্থ হল “কান্যাদা গোত্রের মেয়ে”। তিনি একজন শক্তিশালী এবং সুন্দরী মহিলা ছিলেন।

যখন তাদের বাবা তাদের নিতে আসলেন, তখন তারা ফিরে যেতে চাচ্ছিল না। বাচ্চারা ন্যার-কান্যাদাকে তাদের সাথে শহরে যেতে অনুরোধ করল। তিনি হাসলেন এবং বললেন, “আমি শহরের জন্য খুবই বৃদ্ধ। আমি তোমাদের আবার আমার গ্রামে আসার জন্য অপেক্ষা করব।”

কিন্তু খুব শীঘ্রই ছুটি শেষ হয়ে গেল এবং বাচ্চাদের শহরে ফিরে যাবার সময় হল। ন্যার-কান্যাদা ওডোঙ্গকে একটি টুপি এবং এপিওকে একটি সোয়েটার দিলেন। তিনি তাদের পথে খেতে খাবার দিয়ে দিলেন।

ন্যার-কান্যাদা বাড়িতে তাদের স্বাগত জানালেন এবং আনন্দে গান গেয়ে সারা ঘরে নেচে বেড়ালেন। তার নাতি-নাতনীরা তাকে শহর থেকে আনা উপহারগুলো দিতে উৎসুক হয়ে উঠল। ওডোঙ্গ বলল,”প্রথমে আমার উপহারটি খুলুন!” এপিও বলল, “না, আমার উপহার প্রথম!”

উপহারগুলো খোলার পর, ন্যার-কান্যাদা ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর নাতি-নাতনীদের আশীর্বাদ করলেন।

দিন শেষে তারা একসাথে চা পান করল। তারা দাদীমাকে তাঁর অর্জিত অর্থ গণনা করতে সাহায্য করল।

আরেকদিন, বাচ্চারা ন্যার-কান্যাদার সাথে বাজারে গেল। ন্যার-কান্যাদা বাজারে একটি শাকসবজি, চিনি এবং সাবান বিক্রির দোকান দিলেন। এপিও ক্রেতাদের পণ্যের দাম বলতে পছন্দ করল। ওডোঙ্গ ক্রেতাদের পণ্য প্যাক করে দিল।

তারপর ওডোঙ্গ এবং এপিও বাহিরে গেল। তারা প্রজাপতি এবং পাখিদের পিছে ছুটে বেড়াল।

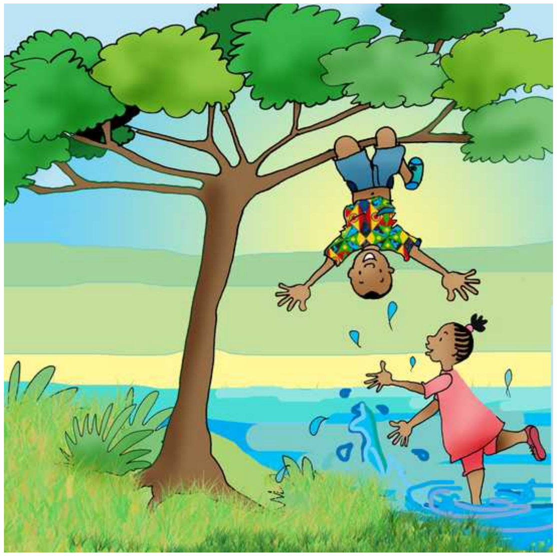

তারা গাছে চড়ল এবং বিলের পানি ছিটিয়ে খেলা করল।

এক সকালে, ওডোঙ্গ তার দাদীমার গরুগুলো চরাতে নিয়ে গেল। গরুগুলো এক প্রতিবেশীর ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। এতে প্রতিবেশী কৃষক ওডোঙ্গের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি গরুগুলোকে তাঁর শস্য খেয়ে ফেলার অপরাধে রেখে দেবার হুমকি দিলেন। সেই দিনের পর, ছেলেটি খেয়াল রাখত যেন গরুগুলো আর বিপদে না পড়ে।

ন্যার-কান্যাদা তাঁর নাতি-নাতনীকে “স্টিউ” এর সাথে খাওয়ার নরম “উগালি” বানানো শেখালেন। তিনি তাদের দেখালেন কিভাবে ভাঁজা মাছের সাথে খেতে নারকেল ভাত বানাতে হয়।

সন্ধ্যা নেমে এলে তারা সান্ধ্যভোজের জন্য বাড়ি ফিরল। ভোজ শেষ হবার আগেই তারা ঘুমিয়ে পড়তে নিল।

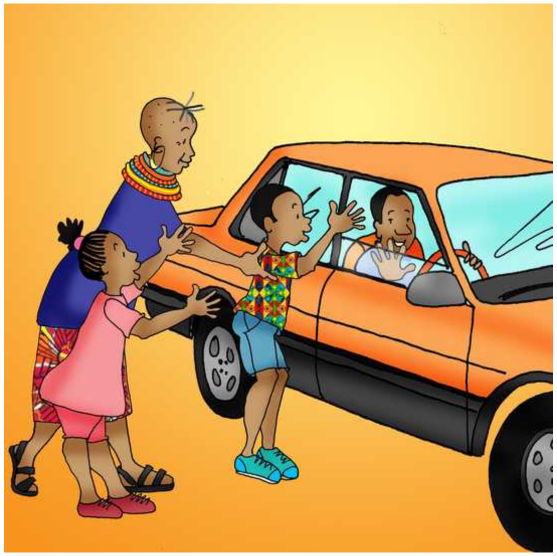

পরদিন তাদের বাবা তাদের ন্যার-কান্যাদার সাথে রেখে শহরে ফিরে গেলেন।

ওডোঙ্গ এবং এপিও তাদের দাদীমাকে গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করল। তারা পানি এবং লাকড়ি নিয়ে আসল। তারা মুরগী থেকে ডিম সংগ্রহ করল এবং বাগান থেকে শাকসবজি তুলল।